169

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 22 APR 1998 ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭ .....

সম্পাদকীয়

ভোরের কাগজ

ঢাকা বুধবার ৯ বৈশাখ ১৪০৫
২২ এপ্রিল ১৯৯৮

প্রশ্নপত্র ফাঁস ও সংবাদপত্র

এসএসসি পরীক্ষার ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র প্রকাশ করার অভিযোগে দুটি পত্রিকার তিনজন সাংবাদিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় সারাদেশে যখন তোলপাড়, তখন পুলিশ প্রশাসনের এ তৎপরতা নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করেছে বটে! প্রশ্ন উঠেছে, এই গ্রেপ্তার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য অন্তরায় কিনা, আর প্রকৃত দোষীদের বাদ দিয়ে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোর শামিল কিনা।

প্রথম কথা, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র ভোরের কাগজের বার্তা বিভাগেও এসেছিল। ভোরের কাগজ তা প্রকাশ করেনি দুটো বিবেচনায়। এক. আইনের নিষেধাজ্ঞা। আইন বলছে, প্রশ্ন সংবলিত কাগজ যে কোনো উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করলে ন্যূনতম ৩ বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের শাস্তি হতে পারে। দুই. যদি এই প্রশ্নপত্র ভুয়া হয় তাহলে সারাদেশের অসংখ্য পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক পরীক্ষার আগে যে অকারণ জটিলতায় ভুগবেন, তার দায়িত্ব কে নেবে।

ভোরের কাগজ ছাপেনি, দেশের কোনো কোনো সংবাদপত্র ছেপেছে। তাদের ছাপানো প্রশ্নপত্র পরে আসল প্রশ্নের সঙ্গে মিলেও গেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে, এ তথ্যের প্রমাণ হিসেবেই হয়তো সম্পাদকেরা সেসব ছেপেছেন। কারণ প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে, এটা আর কোনোভাবে প্রমাণ করা খুব কঠিন। পরীক্ষা শুরু হয়ে যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ দাবি করে বসতে পারেন, ফাঁস আগে হয়নি, পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর হয়েছে। সে ক্ষেত্রে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধ থেকে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র কোনো পত্রিকা ছাপানো প্রয়োজন মনে করতে পারে।

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের তথ্যবিবরণীতে যেমন বলা হয়েছে, তাতে প্রশ্নপত্র প্রকাশ করা বা বিতরণ করাই অন্যায়। আইনটি সাধারণভাবে বর্ণিত এবং ধরে নেওয়া যায় যে এটা প্রতারক ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে। অথচ গ্রেপ্তার হলো পত্রিকার প্রকাশক, সম্পাদকরা।

তাহলে কি সংবাদপত্র তার সামাজিক দায়িত্ব পালনে বিরত থাকবে? গতবছরও ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, যার ফলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছিল কেলেঙ্কারির হোতাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে।

এখন প্রমাণিত যে, এবারও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এই ফাঁসের ঘটনা পত্রিকাঅলারা ঘটায়নি। হয় এটা ফাঁস হয়েছে বোর্ডের কারু হাতে, নয়তো প্রেস থেকে, নয়তো বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় প্রশ্নপত্রগুলো যাদের হাতে রক্ষিত থাকে, তাদের কাছ থেকে। আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে যে কতো ধরনের দুর্নীতি হয়, তা নিয়ে লেখালেখি কম হয়নি!

এখন প্রমাণিত যে, এবারও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এই ফাঁসের ঘটনা পত্রিকাঅলারা ঘটায়নি। হয় এটা ফাঁস হয়েছে বোর্ডের কারু হাতে, নয়তো প্রেস থেকে, নয়তো বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় প্রশ্নপত্রগুলো যাদের হাতে রক্ষিত থাকে, তাদের কাছ থেকে।

আমাদের পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ সুষ্ঠু তদন্ত করলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের উৎসকে প্রমাণসহ ধরতে পারবে না, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে নিজেদের গাফিলতি ও দায়ের দিকে চোখ না দিয়ে নজর পড়লো সংবাদপত্রের উপর!

আমরা চাই স্বরাষ্ট্রমণ্ত্রলয়ের কঠোর তৎপরতা। যারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে, তাদের খুঁজে বের করুন। অপরাধীদের কঠোর সাজা দিন। আর বোর্ডগুলোর দুর্নীতি বন্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, জাতিকে জানান।

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের স্বচ্ছ প্রমাণ করা যাবে না।